ইত্তেফাক

তারিখ ৩১/১২/৮১
পৃষ্ঠা ৮

বায়তুল মোকাররম চত্বরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

শিক্ষকদের দাবী মানিয়া না নিলে ঘেরাও ও হরতাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (বুধবার) বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শিক্ষকদের ৩-দফা দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন। নেতৃবৃন্দ সকল শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষের ন্যূনতম বাঁচার দাবী তথা দেশকে 'স্বৈরাচার' ও অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে মুক্ত করার লক্ষ্যে সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহারা সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, ১৫ই জানুয়ারীর পূর্বে শিক্ষকদের দাবী না মানিলে হরতাল ও ঘেরাওসহ যে কোন কর্মসূচী লইয়া ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করা হইবে।

সমাবেশে আওয়ামী লীগ (হা) সাধারণ সম্পাদক জনাব

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

ঘেরাও ও হরতাল

(১ম পৃঃ পর)

আবদুর রাজ্জাক বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা জনগণের অনাস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে উৎখাত এবং জনগণের সরকার কায়েম' তথা সাধারণ মানুষের বাঁচার উপযুক্ত নূতন সমাজ গড়িয়া তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইউপিপি চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ দেশে অর্থনৈতিক দুরবস্থার চরম রূপ বিরাজমান এবং সরকার অনুৎপাদনশীল খাতে দেদার অর্থ অপচয় ও বিলাসিতা করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ করেন। এবং শিক্ষক, পাটকল ও সুতাকল কর্মচারী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও গণকর্মচারীসহ সকল শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষের বাঁচার দাবীগুলি লইয়া ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের জন্য দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলিকে অবিলম্বে আগাইয়া আসার আহ্বান জানান।

জাসদ-এর যুগ্ম সম্পাদক জনাব শাজাহান সিরাজ এম, পি, ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, মাঝে মাঝে ইস্যুভিত্তিক ঐক্য গড়িয়া উঠিলেও নির্দিষ্ট ইস্যু শেষ হইয়া গেলে রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্য ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা দুঃখজনক। তিনিও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ (মিজান)-এর জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে জনতার পাশে রাজনৈতিক দলগুলির একতাবদ্ধ অবস্থান সুদৃঢ় না থাকার অভিযোগে সকলের সমালোচনা করেন এবং সরকারের ব্যর্থতার নিন্দা করিয়া উহার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দেন।

সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব নাসিম আলী, ইউপিপি-এর জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার, সিপিবি-এর জনাব নুরুল ইসলাম, জাগপা-এর জনাব শফিউল আলম প্রধান, বাসদ-এর জনাব আবদুল্লা সরকার, গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির-এর জনাব নূরুল হক মেহেদী, ডেমোক্রেটিক লীগের জনাব বোরহানুদ্দিন চৌধুরী, জাষ্টিস পার্টির মেজর (অবঃ) জয়নুল আবেদীন, জনমুক্তি পার্টির জনাব মাহফুজ ভুঁইয়া, ভাসানী ন্যাপ-এর জনাব ফজলুল হক, পিপলস লীগ (রাজী)-এর জনাব নূর মোহাম্মদ কাজী, পিপলস লীগ (নেওয়াজ)-এর জনাব গরীব নেওয়াজ, একতা পার্টির জনাব সাইফুল ইসলাম ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক কাজী আ, কা, ফজলুল হক প্রমুখ বক্তৃতা করেন।